

শিক্ষকরা নির্বাচনে অংশ নিতে ন পারার বিধান চ্যালেঞ্জ করে রিট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরিরতদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে, না পারার বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গড়কাপ হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দাখিল করা হয়েছে। আজ বিচারপতি মীর্জা হোসাইন হায়দার ও বিচারপতি মামদুন রহমান সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে এই রিটের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। রিট আবেদনে সংশ্লিষ্ট বিধানকে সংবিধান পরিপন্থী ও বেআইনি ঘোষণার দাবি জানানো হয়।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক কমিশনার ও আইডিয়াল ডিবি কলেজ, পুঠিয়ার প্রভাষক আবদুস সামাদ বদি চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদনটি দাখিল করেন। রিট আবেদনে প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মহাপরিচালক সচিব, আইন সচিব ও রপ্তিগতির সচিবকে বিবাদি করা হয়েছে। রিট আবেদনের পক্ষে এডভোকেট তাজুল ইসলাম মামলা পরিচালনা করবেন।

রিট আবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশের ৯(১) ধারা, স্থানীয় সরকার (পৌরস অধ্যাদেশের ১৯(২) ধারা এবং স্থানীয় সরকার (উপজেলা) অধ্যাদেশের ১৬(১) ধারায় বলা হয়েছে, সরকারি অনুদান বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বজনীন খণ্ডকালীন চাকরিরত থাকাকালীন স এক জন ব্যক্তি স্থানীয় সরকার নির্বাচন

রিট : চ্যালেঞ্জ করে
(১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রার্থিতার জন্য অযোগ্য হবেন। ই বলবত দেশের কোন আইনে এ কোন বিধান ছিল না। এই বিধান হওয়ায় এটা একটি নীতি নির্ধারণী সংবিধানের ৫৮(ঘ) অনুচ্ছেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন নীতি কাজ করতে পারেন না। ফলে এই এই সরকারের প্রণয়ন করার এ নেই। অপরদিকে সংবিধানের ৯৩ অনুযায়ী রপ্তিগতি স্থানীয় সরকার তিনটি অধ্যাদেশ জারি করেছেন। জারির জন্য অতিব জরুরি প্রয়োজ সব শ্রেফপটের কথা ৯৩ অনুচ্ছেদ হয়েছে, তেমন কোন শ্রেফপট সৃষ্টি ফলে সংবিধান পরিপন্থীভাবে এই জারি করা হয়েছে।

রিট আবেদনে আরও বলা হয়, সাধারণত সমাজে সং বলে বিবেচিত এই অধ্যাদেশের কারণে শিক্ষকরা প্রার্থী হতে পারছেন না। ফলে অংশগ্রহণের জন্য সং ব্যক্তিদের এ উৎস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় অধ্যাদেশের এই বিধানের কারণে বাদি আবদুস সামাদ কয়েক দি অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচ গ্রহণ করতে পারেননি। সামনে যে নির্বাচন আসছে, তাতেও তিনি অ পারবেন না। রিট আবেদনে বিধানের কার্যকারিতা হ্রাসিত ও রু আবেদন জানানো হয়। রুলের নিষ্পত্তি শেষে ওই বিধানগুলোকে পরিপন্থী ও বেআইনি ঘোষণা